ক্ষমতার : অপব্যবহার

24 JUL 2008

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পদস্থ কর্মকর্তা কার্যক্রম শুরু করেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর থেকে প্রেসিডেন্ট ড. প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ মন্ডেল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন নামে প্রকল্প অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্প ব্যয় বাড়ানোর জন্য পরে এ নামের সঙ্গে রেসিডেন্সিয়াল শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়। ওই সময় প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ১৭ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে প্রকল্পটির কাজ দ্রুত এগিয়ে নেয়ার জন্য ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামালউদ্দিন সিদ্দিকী শিক্ষা সচিবকে চিঠি দিয়ে তাগিদ দেন। এরপর দ্রুত পিপি প্রস্তুত করে তা সুপারিশ আকারে অনুমোদনের জন্য ৫ ডিসেম্বর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় উত্থাপন করা হয়। ওই সময় পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ শিক্ষা উইংয়ের সদস্য (সচিব) কেএমএম কায়সারের সভাপতিত্বে সভায় কমিটির ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু উপরের চাপ থাকায় প্রকল্পের বিষয়ে তেমন কোন যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনুমোদন করে দেয়া হয়। শুধু শিক্ষকদের আবাসিক ভবন বাদ দিয়ে এবং হোস্টেলের আসনসংখ্যা ৫শ' থেকে ৩শ'তে কমিয়ে এনে প্রায় কোটি টাকা কাটছাঁট করা হয়। এরপর ২৫ কোটি টাকার নিচের প্রকল্প হওয়ায় অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন করে দেন। চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৭ ডিসেম্বর প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

মেয়াদ অনুযায়ী ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে প্রকল্পটি ২০০৭ সালের ৩০ জুন শেষ হওয়ার কথা ছিল। প্রকল্পের মেয়াদ গত বছরের ৩০ জুন শেষে হয়ে গেলেও মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়।

মুন্সীগঞ্জ শহরঘেঁষে ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নয়াগাঁওয়ের নিজ বাড়ির সামনে ৩ একর ৭ শতাংশ জায়গার ওপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছে। গত বছরের ২৭ জুন রাষ্ট্রপতি নিজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন।

সূত্র জানিয়েছে, ৮৩ শতাংশ জমি রাষ্ট্রপতির পিতার নামে করা ইব্রাহিম মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে অনুদান দেয়া হয়। অবশিষ্ট জমি ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে সরকার অধিগ্রহণ করে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ইব্রাহিম মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নামে না করে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নামে করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে প্রণীত এ সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালায় বলা আছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনের আওতায় ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে (স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষেত্রে) ১৫ লাখ টাকার অনুদান দিতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির নামে কলেজ করার ক্ষেত্রে নীতিমালার ব্যত্যয় করে কোন অনুদান গ্রহণ ছাড়াই নামকরণ করা হয়েছে। উল্টো সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উপযাজক হয়ে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নামে রাজস্ব খাতের মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানিয়েছেন, দেশের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি— বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা মারা গেছেন তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর জন্য সরকার তাদের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার সেরকম কোন যুক্তি থাকার বাস্তবতা নেই।

জানা গেছে, সংশোধিত পিপিতে প্রকল্প ব্যয় ১৬ কোটি ১৯ লাখ ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭ কোটি ৮৮ লাখ ৬১ হাজার টাকা করা হয়েছে। এ টাকার মধ্যে ৪ হাজার ৭৯১ বর্গমিটারের ৪ তলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণে ৬ কোটি ১ লাখ, ৪ তলা ২টি হোস্টেল নির্মাণে ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৯৪ হাজার টাকা, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের দোতলা বাসভবন নির্মাণে ৪৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, ৩শ' আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম নির্মাণে ১ কোটি ৮০ লাখ ২৪ হাজার টাকা, সীমানা প্রাচীর নির্মাণে ২০ লাখ টাকা, রাস্তা নির্মাণে ২০ লাখ টাকা, আসবাবপত্র ক্রয়ে ৮০ লাখ, মেশিনারিজ ক্রয়ে ৬০ লাখ টাকা, অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ে ৮ লাখ এবং সরবরাহ সেবা খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৬ লাখ টাকা।

এদিকে এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানিয়েছেন, প্রকল্পটি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিমালা লংঘন ছাড়াও অপ্রয়োজনীয় ও বর্ধিত ব্যয় দেখানো হয়েছে। মুন্সীগঞ্জের মতো একটি মফস্বল জেলা শহরে এত বড় হোস্টেলে তেমন ছাত্রছাত্রী থাকে না। এ কারণে হোস্টেল নির্মাণের প্রস্তাব কেটে দেয়া হচ্ছে। অথচ রাষ্ট্রপতির স্কুলে ২টি ৪ তলা হোস্টেল করা হয়েছে। তারা জানান, দেশের কয়েকটি জেলায় শিক্ষা বোর্ডের অর্জিত অর্থ থেকে আধুনিকমানের অনেকগুলো স্কুল এন্ড কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে মাত্র ৫ থেকে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ময়মনসিংহের ত্রিশালে কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটি টাকা। অথচ রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের নামে স্কুল এন্ড কলেজ করতে ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে কর্মকর্তারা বলেন, তখন তারা চাকরির ভয়ে কেউ কথা বলতে পারেননি। পদস্থ কর্মকর্তারা বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য এসব করেছেন। অনেকের ধারণা ছিল, জোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে এলে তারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগও পাবেন।

সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কাজ এগিয়ে নিতে সরকারি কলেজ থেকে ১০ জন শিক্ষককে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়। তখন বলা হয়েছিল, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া কর্মকর্তাদের প্রেষণ নিয়োগ স্বাভাবিকভাবে বাতিল হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও প্রভাষকসহ সব ধরনের জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু ৩০ জুন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও এখনও নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়নি। এ অবস্থায় প্রেষণে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের প্রত্যাহার করা না হলে তাদের বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, ১০৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে শিক্ষার্থীসংখ্যা খুবই কম।

জানা গেছে, প্রকল্পের মূল পিপিতে জনবল খাতে কোন টাকা ছিল না। সংশোধিত পিপিতে এ খাতে ৭০ লাখ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে তার নিজের আয় থেকে বেতন-ভাতা খাত পরিচালনা করার কথা ছিল।

এদিকে এ বিষয়ে শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, প্রকল্পটি যখন নেয়া হয়েছিল তখন তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন না। এজন্য এ বিষয়ে তিনি তেমন কিছু জানেন না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার ক্ষেত্রে অনুদান দেয়ার শর্ত থাকলেও সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, তা শিথিল করা যেতে পারে। তাছাড়া সরকারের ক্ষমতা তো অনেক। সরকার চাইলে সরকিছু